সম্মানিত উপস্থিতি! আল্লাহ তাআলার অসীম দয়া ও অনুগ্রহে আমরা ঈদের মাঠে উপস্থিত হয়েছি। আপনারা অবগত আছেন, যিলহজ্ব মাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানিত একটি মাস। এই মাসকে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সম্মানিত করেছেন, এই মাস সম্মানিত হওয়ার পেছনে অনেক গুলো কারণ রয়েছে, তন্মধ্যে একটি হল, ইসলামের পঞ্চমতম ভিত্তি হজ্ব এই মাসেই পালিত হয়। এই মাসেই অনুষ্ঠিত হয় সায়্যিদুনা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আ. এর সুন্নাত কুরবানী । পাশাপাশি এই মাসের প্রথম দশ দিন ও রাতও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । প্রথম দশকের গুরুত্ব বোঝাতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন সূরা ফাজরে এই প্রথম দশকের নামে কসম খেয়েছেন । আরাফার দিন এবং কুরবানির দিনেরও কসম খেয়েছেন। ইতিপূর্বে হজ্ব, যিলহজ্বের প্রথম দশকের ফযীলত ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে । আজকের ঈদগাহে আমরা ঈদ সম্পর্কে ও কুরবানী সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা পেশ করব ইনশাআল্লাহ ।

ঈদুল আযহার দিনের সর্বোত্তম আমল কোনটি**?**

সম্মানিত হাজিরীন! ঈদুল আযহার দিনে আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বোত্তম আমল হল, কুরবানি করা । আল্লাহ তাআলার নামে পশু জবাই করা। কুরবানি আমাদের মুসলিম জাতির পিতা সায়্যিদুনা ইবরাহীম আ. এর ঐতিহ্য হওয়ার পাশাপাশি এতে রয়েছে আমাদের জন্য অফুরন্ত সাওয়াব হাসিল করার পাথেয় । সুনানে ইবনে মাজার ৩১২৭ নং হাদিসের বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم . يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ قَالَ سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ – بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوا فَالصُّوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ".

অর্থ: হযরত যায়দ বিন আরকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবিগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই কোরবানী কী? তিনি বলেন, তোমাদের পিতা ইব্রাহিম (আ:) এর সুন্নাত (ঐতিয্য) । তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতে আমাদের জন্য কী (সওয়াব) রয়েছে? তিনি বলেন, প্রতিটি পশমের পরিবর্তে পুণ্য হবে (এদের পশম তো অনেক বেশি)? তিনি বলেন, লোমশ পশুর প্রতিটি পশমের বিনিময়েও একটি করে নেকী রয়েছে। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩১২৭, মুসনাদে আহমাদ ১৮৭৯৭)

কুরবানী কিভাবে উম্মতে মুহাম্মাদী স**.** এর জন্য সায়্যিদুনা ইবরাহীম আ**.** এর সুন্নত হল**?**

সায়্যিদুনা ইবরাহীম আ. এমন একজন মহান নবী যাঁকে আল্লাহ তাআলা বিশাল বড় বড় পরীক্ষায় অর্পণ করেন। তন্মধ্যে একটি পরীক্ষা ছিল, স্বীয় স্ত্রী হাজেরা এবং পুত্র হযরত ইসমাইল আলাইহিমাস সালামকে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে মক্কার মরুভূমিতে রেখে আসা । আল্লাহ তাআলার নির্দেশে তিনি তাই করলেন, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম থেকে আল্লাহ্ পাক বহু পরীক্ষা নেয়ার পরে এবং তাঁর বারংবার দুআর পরে ইবরাহীম আ. এর ৮৬ বছর বয়সে সায়্যিদা হাজেরার ঘরে আল্লাহ পাক হযরত ইসমাঈলকে দান করলেন। তাফসীরে ইবনে কাসীর এর ৭ ম খণ্ডের ২৮ নং পৃষ্ঠায় এসেছে, ইবনু আব্বাস রাযি., ইমাম মুজাহিদ রহ. একযোগে বর্ণনা করেন, পুত্র ইসমাঈল যখন বালেগ হলেন, ইমাম ফাররা বলেন, ১৩ বছরে উপনিত হলেন, সাহাবী কাতাদাহ রাযি. বলেন, যখন বাবার সাথে হাটাচলার বয়স হল, তখন আল্লাহপাক ইব্রাহীম (আ.)কে পরপর তিনদিন স্বপ্নের মাধ্যমে হযরত ইসমাঈলকে কুরবানীর নির্দেশ দিলেন। হুকুম সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম নিশ্চিত হওয়ার পর আর দেরী না করে পুত্র ইসমাঈলকে নিয়ে বের হয়ে গেলেন আল্লাহর আদেশ পালন করতে, পুত্রকে নিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর বললেন;

يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى

অর্থাৎ: হে প্রিয় পুত্র! আমিতো স্বপ্নে (বারবার) দেখি যে আমি তোমাকে যবেহ করছি, সুতরাং এই বিষয় তুমি কি মনে করো? তখন হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম তাঁর প্রিয় পিতার উপর আসমানী নির্শেনা সম্পর্কে বুঝতে পারলেন এবং বললেন;

قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ أَيِ امْضِ لِمَا أَمَرَكَ اللَّهُ مِنْ ذَبْحِي، سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ أَيْ: سَأَصْبِرُ}

وَأَحْتَسِبُ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عز وجل

হে প্রিয় আব্বা! আপনাকে যা আদেশ করা হচ্ছে আপনি তা পালন করুন, (অর্থাৎ আমাকে জবেহ করার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ আপনি চালিয়ে যান) ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারীদের মধ্য হতে একজন হিসাবেই পাবেন। (অর্থাৎ আমি ধৈর্য ধারণ করব এবং এবং আল্লাহ তাআলার কাছে সাওয়াবের আশা রাখব) (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৭/২৮)

জবেহের জন্য প্রস্তুত সায়্যিদুনা ইসমাইল আ**.** এর ঐতিহাসিক বাণী

মুহতারাম হাযিরীন**!** শুধু তাই নয় হযরত ইসমাঈল (আ.) সেদিন পিতাকে উদ্দেশ্য করে যা বলেছিলেন তার প্রতিটি শব্দ নয় বরং প্রতিটি অক্ষর থেকে আমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর হুকুমের সামনে নত হওয়ার এক ঐতিহাসিক সবক। তাফসীরে কুরতুবীর ১৫ নং খণ্ডের ১০৪ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে সায়্যিদুনা ইসমাইল আ. এর সেই ঐতিহাসিক কথাগুলো,

إِنَّ النَّبِيحَ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أَرَادَ ذَبْحَهُ: يَا أَبَتِ اشْدُدْ رِبَاطِي حَتَّى لا أَضْطَرِبَ، وَاكْفُفْ ثِيَابَكَ لِئَلَّا يَنْتَضِحَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ دَمِي فَتَرَاهُ أُمِّي فَتَحْزَنَ، وَأَسْرِعْ مَرَّ السِّكِّينِ عَلَى حَلْقِي لِيَكُونَ الْمَوْتُ أَهْوَنَ عَلَيَّ، وَاقْذِفْنِي

لِلْوَجْهِ، لِئَلَّا تَنْظُرَ إِلى وَجْهِي فَتَرْحَمَنِي، وَلِعَلا أَنْظُرَ إِلَى الشَّفْرَةِ فَأَجْزَعَ ، وَإِذَا أَتَيْتَ إِلَى أُمِّي فَأَقْرِئْهَا مِنِّي السَّلَامَ.

তিনি বলেছিলেন; হে আব্বা! আমার হাত পা ভালো করে বেঁধে নিন জবাইয়ের ক্ষেত্রে যেন কষ্ট না হয়, আপনার পোশাক খুলে ফেলুন রক্তের ফোঁটা পরে কাপড় যেন নষ্ট না হয়, এবং মা তা দেখে যেন কষ্ট না পান, আর আমার গলায় ছুড়ি চালানোর সময় একটু জোরে চাপ দিবেন যেন আপনারও কষ্ট কম হয় এবং আমারও দ্রুত মৃত্যু হয়। আর আমার চেহারা নিচু করে নিন ও আপনার চোখ বেঁধে নিন যেন আমাকে দেখে আপনার অন্তরে মায়া চলে না আসে, এবং আমিও ছুড়ি দেখে যেন ভয় না পাই, সর্বশেষ আপনি যখন আমাকে জবেহ করে আমার মায়ের কাছে যাবেন তখন মাকে আমার পক্ষ থেকে সালাম দিবেন। (তাফসীরে কুরতুবী : ১৫/১০৪)

মুহতারাম হাযিরীন! এই ছিলো রাব্বুল আলামীনের আদেশের সামনে পিতা পুত্রের আনুগত্য! পৃথিবীর ইতিহাসে যার দ্বিতীয় কোন দৃষ্টান্ত হতে পারেনা। হযরত ইব্রাহীম আ. যখন আল্লাহ তাআলার আদেশ বাস্তবায়নের জন্য সায়্যিদুনা ইসমাইল আ. এর গলায় ছুড়ি চালাবেন তখনই আল্লাহর কুদরত প্রকাশ হওয়া শুরু হল, তাফসীরে কুরতুবীর ১৫ নং খণ্ডের ১০৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে,

فَلَمَّا جَرَّ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام السِّكِّينَ ضَرَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَفِيحَةً مِنْ نُحَاسٍ، فَلَمْ تَعْمَلِ السِّكِّينُ شَيْئًا

অর্থ: হযরত ইবরাহীম আ. যখন সায়্যিদুনা ইসমাইল আ. কে জবেহ করার জন্য ছুড়ি চালাবেন তখনি আল্লাহ তাআলা ছুড়ির ধারালো অংশে তামা দিয়ে ঢেকে দিলেন যার দরুন ছুড়ি কোন কাজ করছিলো না। এবং সায়্যিদুনা ইবরাহীম আ. বারবার চেষ্টা করেও পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী করতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন ঠিক তখনই আসমান থেকে ভেসে এলো:

{وَنُودِيَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام عِنْدَ ذَلِكَ : {قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

অর্থাৎ: হে ইবরাহীম! তুমি তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে ফেলেছো, আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি । আপন মাহবূবের নির্দেশ পালন করে আনন্দের সাথে যখন ইব্রাহীম চোখ খুললেন তখন তিনি দেখতে পেলেন প্রিয় পুত্র ইসমাঈল পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন আর সামনে জবাই হয়ে পরে আছে একটি দুম্বা । তাফসীরে কুরতুবীর ১৫ নং খণ্ডের ১০২ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে,

وَرُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا ذَبَحَهُ قَالَ جِبْرِيلُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. فَقَالَ النَّبِيحُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، فَبَقِيَ سُنَّةً

অর্থ: বর্ণিত আছে, যখন ইবরাহীম আ. জবেহ করছিলেন, তখন সায়্যিদুল মালায়িকাহ জিবরাইল ফেরেশতা ডাক দিয়ে বলেন, اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ তখন যবীহুল্লাহ হযরত ইসমাঈল আ. বলে উঠলেন; لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ, আর তখনি বাবা ইবরাহীম আ. বলা শুরু করলেন; اللَّهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، فَبَقِيَ سُنَّةً হযরত জিবরীল আ. সহ দুই মহান ব্যক্তির এই কথাগুলো আল্লাহ তাআলার এত পছন্দনীয় হল যে, তা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য জিলহজ্বের নয় তারিখ থেকে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত ওয়াজিব করে দিয়েছেন।

মুহতারাম হাযিরীন! সেই সুন্নাতে ইব্রাহীমীকেই আমরা ১০ই যিলহজ্বে কুরবানী নামে পালন করে থাকি, কিন্তু আফসোসের সাথে বলতে হয় আমাদের কুরবানীগুলোতে না থাকে হযরত ইব্রাহীম আ. এর ইখলাস ও ইসতিকামাত আর না থাকে ইসমাঈল আ. এর ত্যাগ ও আত্মসমর্পন।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালামের ইখলাছ নেক কাজের উপর দৃঢ়তা এবং ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামের বিচক্ষণতা ও আনুগত্য দান করুন।

কুরবানী'র পূর্ব শর্ত নিয়ত বিশুদ্ধ করা

মুহতারাম হাযিরীন! আমাদের যাবতীয় আমল আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল হওয়ার জন্য প্রধান শর্ত হল, নিয়তকে বিশুদ্ধ করে নেওয়া। ইখলাসের সাথে আমল করা। বিশুদ্ধ নিয়ত ছাড়া পাহাড়সম স্বর্ণ দান করলেও এর কোন বিনিময় আল্লাহ তাআলা দান করেন না। আর নিয়তকে বিশুদ্ধ করে ইখলাসের সাথে সামান্য কিছু আমল করলেও তা আল্লাহ তাআলা কবুল করে নেন ।

বিশেষত কুরবানী এমন এক প্রাচীন আমল যা আল্লাহ তাআলা তাকওয়া এবং ইখলাস ও বিশুদ্ধ নিয়ত ব্যতিত কবুল করেননা ।

এই জন্যই তো পৃথিবীর ইতিহাসে অনুষ্ঠিত প্রথম কুরবানীতে হযরত আদম আ. এর দুই সন্তান তথা হাবিল ও কাবিলের মাঝে কাবিলের কুরবানিকে আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেননি। কারণ তার নিয়ত বিশুদ্ধ ছিলোনা, তার মধ্যে ছিলো না তাকওয়া । কাজেই তার কুরবানি কবুল হয়নি। পবিত্র কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে সূরা মায়িদার ২৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَىْ ءَادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

অর্থাৎ: হে নবী! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি তাদেরকে আদমের পুত্রদ্বয়ের ঘটনা সঠিকভাবে পাঠ করে শুনান। যখন তারা উভয়েই নিজেদের কুরবানী নিবেদন করেছিল, তখন তাদের একজনের কুরবানী কবুল করা হয়েছিল আর অপরজনের থেকে কবুল করা হয়নি। (কাবিল) বললোঃ আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। (তখন হাবিল) বললোঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কেবল মুত্তাক্বীদের থেকেই কবুল করে থাকেন । (সূরা মায়িদা: ২৭)

কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা কুরবানীই কবুল হয়, তাই তো আল্লাহ তাআলা সূরা হজ্বের ৩৭ নং
আয়াতে বলেন,

لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ

অর্থ: তোমাদের কুরবানী'র পশুর গোশ্ত রক্ত ইত্যাদি কোন কিছুই আল্লাহ তাআলার কাছে পৌঁছেনা, তাঁর কাছে তো কেবল তোমাদের তাকওয়াই পৌঁছে। (সূরা হজ্ব: ৩৭)

এই জন্যই সহীহ বুখারীর প্রথম হাদিসটিই হল, নিয়তকে বিশুদ্ধ করার ব্যাপারে,

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطاب رضي الله عنه عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

অর্থ: হযরত 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)- মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ কাজ (এর প্রাপ্য হবে) নিয়ত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। (সহীহ বুখারী: ১)

মুস্তাদরাকে হাকিমের ৭৮৪৪ নং হাদিসের অপর বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي، قَالَ: «أَخْلِصْ دِينَكَ يَكْفِكَ الْعَمَلُ الْقَلِيلُ

অর্থ: হযরত মুআয বিন জাবাল রাযি. কে আল্লাহ রাসূল স. ইয়ামানে গভর্ণর বানিয়ে পাঠানোর সময় নসীহত করে বলেন, তোমার দ্বীনকে খাটিভাবে পালন করো তাহরে অল্প আমলই তোমার মুক্তির জন্য পরকালে যথেষ্ট হয়ে যাবে। (মুস্তাদরাকে হাকিম: ৭৮৪৪)

এছাড়াও সহীহ মুসলিমের ২৫৩৪ নং হাদিসের বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ " .

অর্থ: হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক চাল-চলন ও বিত্ত-বৈভবের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তিনি দৃষ্টি দিয়ে থাকেন তোমাদের অন্তর ও 'আমলের প্রতি। (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৩৪)

মুহতারম মুসল্লিয়ান! উপরের আয়াতে কারীমা ও হাদিসসমূহ থেকে পরিস্কার হয়ে গেল, কুরবানী কবুল হওয়ার জন্য নিয়তের পরিশুদ্ধি কী পরিমাণ অপরিহার্য বিষয় !! ?

সারকথা, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ছাড়া মানুষ দেখানোর জন্য কিংবা মানুষকে জানানোর জন্য যে, আমি এত বিশাল বড় কুরবানী আদায় করি, এর মাধ্যমে গোশ্ত খাওয়া ছাড়া আর কোন লাভ নেই। অর্থাৎ তাতে কোন সাওয়াব ও বিনিময় নেই ।

আমরা কিভাবে ঈদ পেলাম?

মুহতারম হাজিরীন! আসুন আমরা জেনে নেই, এই দুই ঈদ মুসলিম জাতি কিভাবে পেল, কিভাবেই বা হল এর সূচনা । মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবু দাউদ সহ বিভিন্ন হাদিসের কিতাবে এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ»

অর্থ: হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনাতে এসে দেখেন মাদীনাবাসীরা নির্দিষ্ট দু'টি দিনে খেলাধূলা ও আনন্দ করে থাকে । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেনঃ এ দু'টি দিন কিসের? সকলেই বললো, জাহিলী যুগে আমরা এ দু' দিন খেলাধূলা করতাম । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, মহান আল্লাহ তোমাদের এ দু' দিনের পরিবর্তে উত্তম দু'টি দিন দান করেছেন । তা হলো, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্বরের দিন । মূলত তখন থেকেই এই দুই ঈদের সুচনা হয়। (সুনানে আবু দাউদ: ১১৩৪)

উপরের হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হল, পবিত্র ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা'র সূচনা হয় হিজরতের পর মদীনা মুনাওয়ারায় ।

ইতিহাসের কিতাবাদি অধ্যায়ণে জানা যায়, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তালখীসুল হাবির নামক কিতাবের ৫ম খণ্ডের ৩ নং পৃষ্ঠায় লিখেন-

اشْتَهَرَ فِي السِّيَرِ أَنَّ أَوَّلَ عِيْدٍ شُرِعَ عِيْدُ الْفِطْرِ، وَأَنَّهُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ

আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বপ্রথম দ্বিতীয় হিজরীতে রমাযানের রোযা ফরজ হওয়ার পর পবিত্র ঈদুল ফিতর পালিত হয়। আর ঈদুল ফিতরের দুই মাস পরেই সর্বপ্রথম ঈদুল আযহাও পালিত হয়। এর স্বপক্ষে ফুক্বাহায়ে কিরাম এবং ইতিহাসবিদগণের আরো বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে।

কুরবানীর বিবিধ মাসায়েল

প্রশ্নঃ কুরবানীর পশু জবাইয়ের মুহূর্তে ত্রুটিযুক্ত হয়ে পালালে কি করবে?

উত্তর: কুরবানীর জন্তু জবাই করার মুহূর্তে ত্রুটিযুক্ত হয়ে পালালে যদি তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে তাহলে আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে কুরবানী করা জায়েয। ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) -এর মতে যদি দেরীতে ধরা পড়ে তবেও জায়েয। ছাগল বা অন্য কোন প্রাণীকে জবাই করার জন্য শোয়ানো হলে ছুটাছুটি করার ফলে যদি পা ভেঙ্গে যায় তাথাপি তা কুরবানী করা জায়েয। (বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৬)

মাসআলা : কোনো কোনো এলাকায় দরিদ্রদের মাঝে মোরগ কুরবানী করার প্রচলন আছে। এটি না জায়েয। কুরবানীর দিনে মোরগ জবাই করা নিষেধ নয়, তবে কুরবানীর নিয়তে করা যাবে না। -খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩১৪, ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ৬/২৯০, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২০০)

ভাগে কুরবানি সংক্রান্ত কয়েকটি মাসআলা

মাসআলা: ছাগল ভেড়া, দুম্বাতে একজনের বেশি কুরবানী করতে পারবে না, এছাড়া গরু, মহিষ, উটে ৭ভাগে কুরবানী করা জায়েয। কারো অংশ সাত ভাগের এক ভাগের কম হতে পারবে না, যদি কারো অংশ সাত ভাগের একভাগ অপেক্ষা কম হয় তাহলে কারো কুরবানী জায়েয হবে না। (বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৬)

মাসআলা: শরীকদের মধ্যে যদি একজনের উদ্দেশ্য কেবল গোস্ত খাওয়া হয় তাহলে এ কুরবানী জায়েয হবে না। (বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৭)

মাসআলা: শরীকদের কারো পুরো বা অধিকাংশ উপার্জন যদি হারাম হয় তাহলে কারো কুরবানী সহীহ হবে না। (বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৭)

কুরবানির গোশ্তের বিধান

মাসআলা : শরীকে কুরবানী করলে ওজন করে গোশত বন্টন করতে হবে। অনুমান করে ভাগ করা জায়েয নয়।- আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৭, কাযীখান ৩/৩৫১

মাসআলা : কুরবানীর গোশতের এক তৃতীয়াংশ গরীব-মিসকীনকে এবং এক তৃতীয়াংশ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া- প্রতিবেশীকে দেওয়া উত্তম । অবশ্য পুরো গোশত যদি নিজে রেখে দেয় তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৪, আলমগীরী ৫/৩০০

মাসআলা : কুরবানীদাতার জন্য নিজ কুরবানীর গোশত খাওয়া মুস্তাহাব। -সূরা হজ্ব ২৮, সহীহ মুসলিম ২২/১৫৯, মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৯০৭৮, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৪

মাসআলা : ঈদুল আযহার দিন সর্বপ্রথম নিজ কুরবানীর গোশত দিয়ে খানা শুরু করা সুন্নত। অর্থাৎ ঈদগাহে যাওয়ার পূর্ব থেকে কিছু না খেয়ে প্রথমে কুরবানীর গোশত খাওয়া সুন্নত। এই সুন্নত শুধু ১০ যিলহজ্বের জন্য। ১১ বা ১২ তারিখের গোশত দিয়ে খানা শুরু করা সুন্নত নয়। (জামে তিরমিযী ১/১২০, শরহুল মুনয়া ৫৬৬, আদ্দুররুল মুখতার ২/১৭৬, আলবাহরুর রায়েক ২/১৬৩)
মাসআলা : কুরবানীর গোশত তিনদিনেরও অধিক জমিয়ে রেখে খাওয়া জায়েয।-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৪, সহীহ মুসলিম ২/১৫৯, মুয়াত্তা মালেক ১/৩১৮, ইলাউস সুনান ১৭/২৭০

মাসআলা : কুরবানীর গোশত হিন্দু ও অন্য ধর্মাবলম্বীকে দেওয়া জায়েয। (ইলাউস সুনান ৭/২৮৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০০)
মাসআলা : কুরবানীর গোশত, চর্বি ইত্যাদি বিক্রি করা জায়েয নয়। বিক্রি করলে পূর্ণ মূল্য সদকা করে দিতে হবে। (ইলাউস সুনান ১৭/২৫৯, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৫, কাযীখান ৩/৩৫৪, আলমগীরী ৫/৩০১)

মাসআলা : কুরবানীর পশুর কোনো কিছু পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া জায়েয নয়। গোশতও পারিশ্রমিক হিসেবে কাজের লোককে দেওয়া যাবে না। অবশ্য এ সময় ঘরের অন্যান্য সদস্যদের মতো কাজের লোকদেরকেও গোশত খাওয়ানো যাবে। (আহকামুল কুরআন জাস্সাস ৩/২৩৭, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৪, আলবাহরুর রায়েক ৮/৩২৬, ইমদাদুল মুফতীন)

মাসআলা : জবাইকারী, কসাই বা কাজে সহযোগিতাকারীকে চামড়া, গোশত বা কুরবানীর পশুর কোনো কিছু পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া জায়েয হবে না। অবশ্য পূর্ণ পারিশ্রমিক দেওয়ার পর পূর্বচুক্তি ছাড়া হাদিয়া হিসাবে গোশত বা তরকারী দেওয়া যাবে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে কুরবানী করার বিধান

মাসআলা : সামর্থ্যবান ব্যক্তির রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কুরবানী করা উত্তম। এটি বড় সৌভাগ্যের বিষয়ও বটে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রা.কে তার পক্ষ থেকে কুরবানী করার ওসিয়্যত করেছিলেন। তাই তিনি প্রতি বছর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকেও কুরবানী দিতেন। -সুনানে আবু দাউদ ২/২৯, জামে তিরমিযী ১/২৭৫, ইলাউস সুনান ১৭/২৬৮, মিশকাত ৩/৩০৯

প্রবাসীরা কোথায় কুরবানি করবে?

মাসআলা : বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তির জন্য নিজ দেশে বা অন্য কোথাও কুরবানী করা জায়েয। মাসআলা : কুরবানীদাতা এক স্থানে আর কুরবানীর পশু ভিন্ন স্থানে থাকলে কুরবানীদাতার ঈদের নামায পড়া বা না পড়া ধর্তব্য নয়; বরং পশু যে এলাকায় আছে ওই এলাকায় ঈদের জামাত হয়ে গেলে পশু জবাই করা যাবে। -আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৮

চামড়ার বিধান

কুরবানির চামড়া চাইলে কুরবানীদাতা ব্যবহার করতে পারে । কিংবা কোন এলাকায় রান্না করে খাবারের প্রচলন থাকলে খেতেও পারবে। অথবা কাউকে হাদিয়াও দিতে পারবে।
মাসআলা : কেউ যদি কুরবানির চামড়া নিজে ব্যবহার না করে বিক্রি করে তবে বিক্রিলব্ধ মূল্য পুরোটা সদকা করা জরুরি। -আদ্দুররুল মুখতার, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০১
মাসআলা: চামড়া কোন গরীব তালিবুল ইলমকে দান করলে কিংবা কোন গোরাবা ফান্ড আছে এমন মাদ্রাসায় দান করলে সদকার দ্বিগুণ সাওয়াব অর্জন হবে । আর এটাই উত্তমপন্থা । কেননা, মাদ্রাসার গরীব ছাত্র এইটা বিক্রি করে সর্বোত্তম ইলম অর্জনের কাজে ব্যায় করবে।
মাসআলা : চামড়ার মত কুরবানীর মৌসুমে অনেক মহাজন কুরবানীর হাড় ক্রয় করে থাকে । টোকাইরা বাড়ি বাড়ি থেকে হাড় সংগ্রহ করে তাদের কাছে বিক্রি করে। এদের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। এতে কোনো অসুবিধা নেই । কিন্তু কোনো কুরবানীদাতার জন্য নিজ কুরবানীর কোনো কিছু এমনকি হাড়ও বিক্রি করা জায়েয হবে না। করলে মূল্য সদকা করে দিতে হবে। আর জেনে শুনে মহাজনদের জন্য এদের কাছ থেকে ক্রয় করাও বৈধ হবে না। বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৫, কাযীখান ৩/৩৫৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০১

জবেহের বিধান

প্রশ্নঃ জবাই কে করবে?

উত্তর: জবাই করার নিয়ম জানা থাকলে নিজের কুরবানীর জন্তু নিজ হাতে জবাই করাই উত্তম, অন্যথা অন্যের সাহায্য নিবে। (বাদায়েউস সানায়ে' ৫/৭৯)

মাসআলা : এক পশুকে অন্য পশুর সামনে জবাই করবে না ।

মাসআলা: জবাইকারীর জন্য আগে ছুরি ধার দেয়া সুন্নত। পশুকে ধরাশায়ী করে তৎপর ছুরি ধার দেয়া মাকরূহ। জবাই কালে মস্তক বিচ্ছিন্ন করাও হারাম । মগজ পর্যন্ত ছুরি পৌছানো মাকরূহ। বকরীকে ধরাশায়ী করে জবাইয়ের স্থানে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে আসা এবং জবাইকৃত পশু সম্পূর্ণ নিস্তেজ না হওয়ার পূর্বে তার গর্দান মোড়ানো ও চামড়া খসানো মাকরূহ।

ঘাড়ের দিক হতে জবাই করা মাকরূহ। সবগুলো রগ কাটার পূর্বেই মারা গেলে তা খাওয়া হারাম। (বাদায়েউস সানায়ে' ৫/৪২)

সহীহ মুসলিমের ৪৯৪৯ নং হাদিসের বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

অর্থ: হযরত শাদ্দাদ ইবনু আওস (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে আমি দু'টি কথা মনে রেখেছি, তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের উপর 'ইহসান' অত্যাবশ্যক করেছেন। অতএব তোমরা যখন হত্যা করবে, দয়ার্দ্রতার সঙ্গে হত্যা করবে; আর যখন যাবাহ করবে তখন দয়ার সঙ্গে যাবাহ করবে। তোমাদের সবাই যেন ছুরি ধারালো করে নেয় এবং তার যাবাহকৃত জন্তুকে কষ্টে না ফেলে । (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৪৯৪৯)

প্রশ্ন: কী কী রগ জবাই করার সময় কাটতে হবে?

উত্তর: এই সম্পর্কে বাদায়েউস সানায়ে' কিতাবের ৫ম খণ্ডের ৪১ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে,

وَحَلُّهُ مَا بَيْنَ اللَّبَةِ وَاللَّحْيَيْنِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام الذَّكَاةُ مَا بَيْنَ اللَّبَةِ وَاللَّحْيَةِ» أَيْ مَحَلُّ الزَّكَاةِ مَا بَيْنَ اللَّبَةِ وَاللَّحْيَيْنِ وَرُوِيَ الذكاة في الحلق واللَّبَةِ.....

জবাই এর স্থান হুলকূম (শ্বাসনালী) ও লাব্বার (শ্বাসনালীর নীচের গর্তের) মধ্যবর্তী স্থান। গলার উপর ও নীচের মর্ধবর্তী রগ সমূহ কর্তন করা। জবাইয়ের মধ্যে চারটি রগ কর্তন করা জরুরী। শ্বাসনালী, খাদ্যনালী, উভয় শাহরগ (গলার দুই পার্শ্বে অবস্থিত মোটা রগ)। এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কমপক্ষে তিনটি রগ কাটা জরুরী কুরবানির প্রাণী বৈধ হওয়ার জন্য। (বাদায়েউস সানায়ে' ৫/৪১)

প্রশ্নঃ বিসমিল্লাহ পরিহার করলে কি হবে?

উত্তর: জবাই করার সময় ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ পরিহার করলে তা খাওয়া হারাম, ভুলবশতঃ তরক করলে হালাল । প্রশ্ন: অন্যের সহায়তা নিয়ে জবাই করলে কি হুকুম?

উত্তর: কেউ অন্যের সহায়তা নিয়ে স্বীয় কুরবানীর পশু জবাই করলে জবাইকারী ও সহায়তাকারী উভয়ের জন্য বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। কোন একজন তরক করলে তা হারাম বলে গণ্য হবে। (আদ-দুররুল মুখতার, খাযানাতুল মুফতীন) ।

কুরবানির পশুর পেটে বাচ্চা থাকলে এর বিধান কী?

কুরবানীর জন্তু জবাই করার পূর্বে বাচ্চা দিলে বাচ্চাও জবাই করতে হবে । তবে কোন কোন আলিমের মতে জবাই না করে তা জীবিত অবস্থায় কাউকে সাদকা করে দিবে। (এটিই উত্তম) প্রসবকাল সন্নিকটে এমন গাভীন বকরী জবাই করা মাকরূহ । জবাই করার পর পেটে প্রাণী পাওয়া গেলে তাকেও জবাই করে খাবে, এটা হালাল । আবার চাইলে কাউকে সদকাও দিয়ে দিতে পারবে। আর জবায়ের পূর্বে বাচ্চা হলে তা সদকা করে দিতে হবে। (বাদায়েউস সানায়ে' ৫/৪২)

জবাইকারীকে পারিশ্রমিক দেওয়ার বিধান কী?

মাসআলা : কুরবানী পশু জবাই করে পারিশ্রমিক দেওয়া-নেওয়া জায়েয। তবে কুরবানীর পশুর কোনো কিছু পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া যাবে না। -কিফায়াতুল মুফতী ৮/২৬৫

কুরবানির পশুর অংশের সাথে আকিকার অংশ মিলাতে পারবে কিনা?

উত্তর: জী, পারবে। কারণ, সহীহ হাদিসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, যে নবী কারীম স. কুরবানীকেও নুসুক বলেছে, আবার আকিকাকেও নুসুক বলে ব্যাক্ত করেছেন।

বি. দ্র. তবে উত্তম হল, যদি সুযোগ থাকে তাহলে আকিকা এবং কুরবানি পৃথক পৃথকভাবেই আদায় করা।

ঈদের আনন্দ হতে হবে শরীয়ত সম্মত পন্থায়

মুহতারম মুসল্লিয়ান! আল্লাহ তাআলা ঈদের মাধ্যমে আমাদের আনন্দ ফূর্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, কিন্তু এই আনন্দ যেন আবার গোনাহের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের এলাকা বা সমাজে দেখা যায়, ঈদের দিনগুলোতে যুবকেরা বড় বড় বক্স বাজিয়ে গানবাদ্যের আয়োজন করে। ছেলেমেয়েরা অবাদভাবে চলাফেরা করে। এই সমস্ত

কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ঈদের আনন্দ করার মানে হল, ঈদ উপলক্ষ্যে যা যা আমল হয়েছে তা নিজ হাতে নষ্ট করে আমলনামায় পাপ যুক্ত করা ।
গানবাদ্য মারাত্মক গোনাহের কাজ, এর মাধ্যমে পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার গজব নেমে আসে। এই সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে । চার মাযহাব সহ সকল ফুক্বাহা এবং মুহাদ্দিসীনদের নিকটে সর্বসম্মতিক্রমে গানবাদ্য
হারাম।

কুরবানী থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা

কুরবানী একটি অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত। প্রতিটি ইবাদতের মধ্যেই রয়েছে বান্দার জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। এই হিসাবে কুরবানীতেও রয়েছে বান্দার জন্য অনেক শিক্ষা ও তাৎপর্য । একটু লক্ষ্য করে দেখি, আমরা অধিকাংশ মানুষ কুরবানি করি। মোটাতাজা হৃষ্টপুষ্ট পশু জবেহ করি। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করি। কিন্তু এই কুরবানি থেকে আমরা অধিকাংশই কোনো শিক্ষা গ্রহণ করি না। আমাদের কুরবানি শুধু লৌকিকতায়পূর্ণ, লোক দেখানো কুরবানিকে আমরা পছন্দ করি। আমরা শুধু পশু কুরবানি করি : কিন্তু আমরা কখনও মনের পশুকে কুরবানি করি
না ।
আসলে একজন মুসলমান কুরবানি করবে একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই । তাই একজন মুসলমানকে এই কুরবানি থেকেই শিক্ষা নিতে হবে যে, কুরবানি আমাদের কী বলতে এসেছে। কুরবানির মেসেজ কি? নিম্নে কুরআন ও হাদিসের আলোকে কুরবানির শিক্ষা নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোকপাতের করা হইলো।
১. ত্যাগ ও উৎসর্গ শিক্ষাঃ- আমাদের উপর ইসলামের যে বিধানই আরোপ করা হোক, তা আমাদের পালন করতে হবে । আল্লাহর রাজি-খুশির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাতে হবে। হযরত ইসমাইল আ. হযরত ইবরাহীম আ. এর অত্যন্ত প্রিয় সন্তান ছিলেন। স্বপ্নের মতো সাজানো পুত্র। দুরন্ত নেক সন্তান। তবুও, যখন আল্লাহ বললেন তোমার প্রিয় সন্তানকে জবেহ করো । ইবরাহিম আঃ আদেশ পালনে কোন অলসেমি প্রদর্শন করলেন না। বরং আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। সুতরাং আমাদের শিক্ষা হলো ইসলামের জন্য ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যথাসম্ভব ত্যাগ স্বীকার করা ।

২. শুদ্ধ নিয়ত ও তাকওয়া শিক্ষাঃ- নিয়ত ও তাকওয়া সবার আগে । শুদ্ধ নিয়ত ও তাকওয়া ছাড়া ভালো জিনিসও খারাপ হতে পারে। নিয়ত ও তাকওয়ার কারণে গুণেই কাজ ভালো বা খারাপ হবে। আল্লাহ কুরবানী প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না উহার (জন্তুর) গোশত এবং রক্ত, বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া। (সূরা হাজ্জ, আয়াত-৩৭)। উপরোক্ত আয়াত থেকে জানতে পারলাম যে, গরু বা ছাগল যত বড়ই হোক, সেইটা গ্রহণ করবেননা। গ্রহণ করবেন শুদ্ধ নিয়ত ও তাকওয়া। সুতরাং আমাদের শিক্ষা প্রতিটি কাজে শুদ্ধ নিয়ত ও তাকওয়া থাকা আবশ্যক ।

৩. সবরের শিক্ষাঃ- আমরা যদি সফল হতে চাই। সফলতা অর্জন করতে চাই তাহলে আমাদেরকে সবর অর্থাৎ ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে। আমাদের সফলতার পথে বা জান্নাতের পথে নানা বাঁধা আছে।এইযে ধরে নিন নাফছানি, খাহেশাত, দুষ্ট মানুষ, কঠিন পরিবেশ ও প্রতিবেশ, সবই আমাদের রাজপথের কাঁটা। বাঁধ। এসব কাঁটা উপেক্ষা করেই আছে সফলতার উন্মুক্ত দ্বার ।

৪. শর্তহীন আনুগত্যের শিক্ষাঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহকে যে কোন আদেশ দিতে পারেন। কেননা তিনি জীবনদাতা এবং তিনি মৃতদানকারী। তিনিই প্রতিপালক ও তিনিই সবকিছু । তাই বান্দাহ তার আদেশ পালন করতে বাধ্য। আর এই আনুগত্য হবে শর্তহীন। আল্লাহর আদেশ সহজ হোক আর কঠিন হোক তা পালন করার বিষয়ে একই মন-মানসিকতা থাকতে হবে এবং আল্লাহর হুকুম মানার বিষয়ে মায়া-মমতা প্রতিবন্ধকতা হতে পারে না ।
কুরআনুল কারীম আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, আল্লাহ রাববুল আলামীন ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আনুগত্যের চরম পরীক্ষায় অবতীর্ণ করেছিলেন। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর আনুগত্য ছিল শর্তহীন। তিনি বলতে পারতেন যে, হে আল্লাহ! তোমার জন্য আগুনে গিয়েছি, ঘরবাড়ি ছেড়েছি, আত্মীয়-স্বজন সব কিছু হারিয়েছি, এসব কিছুর বিনিময়ে আমার স্নেহের সন্তানটিকে কুরবানী করা থেকে রেহাই দাও । কিন্তু তা তিনি করেননি; বরং আল্লাহ হুকুম করেছেন তা শর্তহীনভাবে মেনে নিয়েছেন এবং তিনি আল্লাহর আনুগত্য
পালনের ব্যাপারে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন । সুতরাং আমাদের শিক্ষা রবের শর্তহীন আনুগত্য করা ।
৫. অধীনস্তদের প্রতি দায়িত্বের শিক্ষাঃ- কুরবানীর শিক্ষা হলো নিজে আল্লাহর বিধান মেনেই ক্ষান্ত নয় বরং নিজের অধীনস্তদেরকেও আল্লাহর বিধানের প্রতি তাগিদ দিতে হবে। তাদেরকে মানতে বাধ্য করতে হবে, অন্যথায় পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবেনা। এ প্রসঙ্গে প্রিয় নবীজি বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই তার অধীনস্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। অন্যদিকে ইবরাহীম আঃ তার ছেলেকে জবেহ করতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। আদেশটা ছিল তার ছেলে সম্পর্কে। তিনি যেমন রবের আদেশে উদ্বুদ্ধ ছিলেন তার সন্তানও ঠিক তেমনি আগ্রহী ছিলেন। পিতা ও পুত্রের সম্মিলিত আমল। যদি ইসলাম শুধু নিজ ব্যক্তি সত্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো, তাহলে জবাই করার মত বিষয় নবী হয়ে ইবরাহীম আঃ আদেশ পালন করতেন না। অথচ তিনি বিনা সংশয়ে আদেশ পালন করেছেন। এর থেকে বুঝা যায়, ব্যক্তির ক্ষেত্রে তো বটেই, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ের ইসলামি বিধান ও পালন করতে হবে। সুতরাং আমাদের শিক্ষা পরিবার ও সমাজকে আল্লাহর বিধানের দাওয়াত দিতে হবে।
৬. পরামর্শ ও সাম্য-সামাজিকতার শিক্ষা:- ইসলাম একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম। রবের কাছে মনোনীত জীবন বিধান । সুস্পষ্ট
লাইফস্টাইল। তাই সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে। সাম্য- সামাজিকতা ও পরামর্শে ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান রয়েছে অনন্য। কেননা এগুলো না থাকলে সুশীল সমাজ কায়েম হবে না । হযরত ইবরাহীম আঃ যখন ইসমাইল আঃ কে জবেহ করার বিষয়ে আদেশ দেওয়া

হলো । তিনি নবী, আদেশ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন । তিনি চাইলে একাই কাজ সম্পূর্ণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি প্রয়োগের আগে ছেলের অনুমতি নিয়েছেন "বাবা আমি তো স্বপ্নে দেখেছি, আল্লাহ আদেশ করেছেন, যাতে তোমাকে জবাই করি, তুমি কি বল বাবা?" এই তো দায়িত্বশীলদের অধীনস্তদের সাথে সম্পর্ক, অনুমতি ও পরামর্শ!

ইসরায়েলী পণ্য বর্জণ করা

সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ! আজকে আমরা খুশি উদযাপন করতে ঈদগাহে এসেছি, ছোট বড় সবাই সাধ্যমত নতুন পোষাক পরিধান করেছি, নতুন জুতা পায়ে দিয়েছি। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, ফিলিস্তীনে আমার আপনার মুসলমান ভাইবোনেরা বিশ্বসন্ত্রাসী ইসরায়েলের হত্যাকাণ্ডে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ধুকে ধুকে মরছে । তাদের আজ খাবার নেই, পানীয় নেই। পরিধানের জন্য বস্ত্র নেই। সর্বোপরি আজকের আনন্দময় দিনটিতে তারা অসহায় অবস্থায় দুঃখ কষ্টে কাটাচ্ছে।

তাদের এই দূরঅবস্থা যে নাপাক দেশটি করেছে তার নাম হল রক্তপিপাসু ইসরায়েল। বর্তমান বাজারে তাদের পণ্য দিয়ে সয়লাব, এই পণ্য বিক্রি করে লব্ধ লাভ দিয়ে তারা বুলেট বোমা তৈরি করে আমার মুসলমান ভাইবোনের বুক ঝাঝরা করে দিচ্ছে।

সুতরাং আমরা যদি তাদের পণ্য ক্রয় করি, এর অর্থ হল, আমার ভাইবোনের বুকে বুলেট নিক্ষেপের জন্য আমরা নিজেরাই সহযোগিতা করছি।

এই ঈদে কুরবানীর গোশ্ত খেয়ে কমবেশি সবাই কোমলপানীয় পান করবেন। এই লিস্টে যেন কোকাকলা, মিরিন্ডা সহ ইসরায়েলী পণ্য না থাকে। আমার আনন্দের একটি ঢোকও যেন তাদের বুলেট ক্রয় এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সহযোগিতা না হয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের ঈদকে কবুল করুন, আমাদেরকে ভরপুর মাগফিরাত দান করুন, কুরবানীকে কবুল করুন, ইবরাহীমী চেতনায় উজ্জেবিত হয়ে উত্তম জীবন যাপন করার তাওফীক দান করুন আমীন।